চতুর্থ অধ্যায়-শব্দতত্ত্ব

উপসর্গ- বাংলা ভাষায় এমন কতকগুলো শব্দাংশ আছে,যাদের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই , যা স্বাধীন পদ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না, অথচ অন্য শব্দের পূর্বে বসে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে। এ জাতীয় অব্যয়বাচক শব্দাংশকে বলা হয় উপসর্গ্। উপসর্গের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, 'উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে'। (বি: দ্র: বাচকতা মানে হচ্ছে নিজের কোনো স্বাধীন অর্থ থাকা। দ্যোতকতা মানে হচ্ছে অন্যের অর্থকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা)
যেমন: 'প্র' একটি উপসর্গ্। এর নির্দিষ্ট কোনো অর্থ নেই, আবার স্বাধীনভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হবার সুযোগও এর নেই। কিন্তু এটি অন্য শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করতে পারে। একটি উপসর্গ (প্র) একাধিক ভিন্ন শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন নতুন শব্দ গঠন করতে পারে।
উদাহরণ:

উপসর্গ	মূলশব্দ	উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ
প্র	কার	প্রকার
	কাশ	প্রকাশ
	চার	প্রচার
	হার	প্রহার

আবার একটি শব্দের (হার) সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন উপসর্গ যুক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ গঠন করতে পারে।
উদাহরণ:

উপসর্গ	মূলশব্দ	উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ
প্র	হার	প্রহার (মারা)
উপ		উপহার (উপঢৌকন)
আ		আহার (খাওয়া)
বি		বিহার (ভ্রমণ)

এভাবে অর্থহীন উপসর্গগুলো বিভিন্ন অর্থে বিভিন্ন শব্দ তৈরী করে বলে বলা হয় যে, 'উপসর্গগুলোর নিজস্ব কোনো অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে। তবে 'অতি' ও 'প্রতি' উপসর্গ দুটো কখনো কখনো স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।
উপসর্গের শ্রেণিবিভাগ
বাংলা ভাষায় যেসব উপসর্গের ব্যবহার আছে সে সব খাঁটি বাংলা উপসর্গ নয়। বাংলা ভাষায় তিন প্রকার উপসর্গ আছে। যথা-১। বাংলা উপসর্গ ২। সংস্কৃত বা তৎসম উপসর্গ ৩। বিদেশি উপসর্গ

বাংলা ভাষায় খাঁটি বাংলা উপসর্গের সংখ্যা ২১ টি, সংস্কৃত বা তৎসম উপসর্গের সংখ্যা ২০ টি কিন্তু বিদেশি উপসর্গের সংখ্যা নির্ণয় কঠিন। বিদেশি উপসর্গের মধ্যে আছে আরবি, ফারসি, ইংরেজি এবং উর্দু ও হিন্দি।

বি:দ্র: কিছু কিছু উপসর্গের রূপ সংস্কৃত এবং খাঁটি বাংলাতে একই। যেমন: বি, নি, সু,আ।

সম্ভাব্য প্রশ্ন:

১। উপসর্গ কাকে বলে? উপসর্গ কত প্রকার ও কী কী? উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে- আলোচনা করো।